



أطلس السيرة النبوية
Atlas on the Prophet's Biography

মানচিত্রে সিরাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ডঃ শাকী আবু খলিল

অনুবাদ ও সম্পাদনা :
কায়সার আহমাদ



মুসলিম ভিলেজ





لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

বস্তুত রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ- এমন
ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং
আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (সূরা আহযাবঃ ২১)



প্রকাশকের কথা

প্রশংসা মহান আল্লাহর, দুরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

নবি মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসের এক অনবদ্য চরিত্র – দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তাআলার দলিল। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। জন্ম থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি পার করেন এক আদর্শ জীবন, যা ছিল পবিত্রতায় আচ্ছাদিত। তাঁর থেকে এমন কোনো লক্ষণ বা আলামত প্রকাশ পায়নি, যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি কখনো ক্ষমতার মসনদে আসীন হতে চেয়েছেন, আর না কখনো তিনি কথার জাদুতে মানুষদের বশীভূত করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কোনো *Cult* বা দল। বরং তিনি ছিলেন ‘সাদিকুল আমিন’। এ পর্যন্ত এ মানুষটিকে নিয়ে তার সমাজের কোনো অভিযোগ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎই পরিস্থিতি বদলে যায়। মক্কার এ মার্জিত মানুষটি দাবী করে বসেন যে, তিনি শ্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল। কিয়ামত অবধি সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি খোদায়ী আদালত হয়ে এসেছেন। যারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিবে, তারা জমিনে রাজ করবে এবং যারা এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের কপালে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। শুরু হয় নির্যাতনের স্টিম রোলার। সমাজের অধিকাংশ নেতৃস্থানী ব্যক্তি এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলেও সচেতন চিন্তাশীলরা ঠিকই নবির এই কাফেলায় शामिल হতে থাকে। নির্যাতন, বয়কট, কুৎসা রটনা ও হত্যার মতো প্রতিকূলতায় এক যুগ পার হয়, ঠিক তখনি আশার আলো জাগে। আশার এ আলো আসে মদিনা থেকে। হিজরত হয়, বদর, উহুদ থেকে মক্কা বিজয়। যুক্তি-তর্ক ও লড়াই-সংগ্রামের এক দীর্ঘ উপাখ্যান।

একে একে সত্য হতে থাকে সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী। চোখের সামনে বাস্তব হয়ে ভেসে উঠে মক্কার নাযিল হওয়া সুরা নাসর ও সুরা কাওসারের ইশারা। দুনিয়াতে নেমে এসেছিল সেদিন আল্লাহর আদালত। মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে যে আদালত বসার কথা – সেদিন সে আদালতের ছোট্ট নমুনা বসেছিল আরব উপদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এ ঘটনা কোথাও লুকিয়ে ঘটেনি, বরং তা ছিল সবার চোখের সামনে। ইতিহাসের পাতায় এ ঘটনা সংরক্ষিত হয়ে যায় চিরকালের জন্য। সমাপ্ত হয় নবুয়তের ধারা। দুনিয়ার বুকে শ্রষ্টার বাণী হিসেবে থেকে যায় কুরআন মাজীদ এবং নবির জারি করা সুন্নাত।

নবি (সা.) তাঁর জীবনের মুহূর্তগুলো কোথায়, কীভাবে পার করেছেন, হিজরত কোন পথে করেছেন, তার যুদ্ধের ময়দানের বিবরণগুলো মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়াটা জরুরি ছিল। আর সে প্রয়োজনীয়তাকে পূরণের জন্য আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি: ‘মানচিত্রে সিরাহ’ বইটি। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বইটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, এটা প্রকাশক হিসেবে আমরা জন্য নতুন মাইলফলক। কেননা বাংলায় রাসুলের সিরাহ জানার জন্য বইটি নতুন দিগন্তের সাক্ষী হবে – ইনশাআল্লাহ।

বইটির সাবলীল অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রফ রিডিং ও প্রকাশের সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাধ্য মতো চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখতে। তথাপি ভুল-ত্রুটি থেকেই যাবে এমনটি স্বাভাবিক। আশা করবো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মহান আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন, এই দুআ করি।





অনুবাদের কথা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও পথ প্রদর্শন করার জন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যিনি তাঁর উপর কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার নেয়ামত দান করেছেন। যিনি কুর'আন সংরক্ষণ করেছেন, পাশাপাশি আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন রাসুলের সিরাহ। অগনিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির শিরোমণি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাহ অধ্যয়ন করা আবশ্যিক। বরং প্রতি দিন কুর'আনের ন্যায় সিরাতেরও অধ্যয়ন করা উচিত। কুরআন পাঠ একবার শেষ হলে আবার যেমন শুরু করি তেমনি ভাবে একটি সিরাত পাঠ শেষ হলে অন্য আরেকটি সিরাত পাঠ করা উচিত। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনই হল কুর'আনের বাস্তবায়ন ও অনুসরণ। সিরাতের পরতে পরতে রয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান, আলো ও পথ নির্দেশনা। একজন ব্যক্তি খুব সহজে সিরাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করেছিলেন। এরমধ্যে অন্যতম হল তাঁর জীবনী রচনা। চৌদ্দশ বছর ধরে তার জীবনী লেখা চলছে, বিভিন্ন পট-প্রেক্ষাপট, ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা হয়েছে পৃথক পৃথক গ্রন্থ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত দীর্ঘকাল ধরে লেখা সত্ত্বেও তাঁর সিরাহ রচনার প্রয়োজন ও আবেদন ফুরাচ্ছে না, তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। সকল যুগে এক দল রাসুল প্রেমী সিরাত রচনা করে যাচ্ছেন, সিরাতের বিভিন্ন দিক, ক্ষুদ্রতী ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। এমন এক রাসুল প্রেমী হলেন ড শাওকি আবু খালিল। তিনি সিরাতকে উপস্থাপন করেছেন এক নতুন আঙ্গিকে, এক নতুন রূপে।

‘মানচিত্রে সিরাহ’ সাধারণ জীবনী মূলক বই গুলোর মত নয়। প্রাজ্ঞ লেখক মানচিত্র, সারণী ও ছবির মিশেলে সীরাতের নানান তথ্য-উপাত্তের এক বস্তুনিষ্ঠ সমাহার ঘটিয়েছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানচিত্রের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের বিভিন্ন





সূচিপত্র

সূচনা	১২
সকলের উপর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব	১৩
পবিত্র কুর'আনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য	১৮
১. মহান আল্লাহ প্রেরিত একটি আকিদা-বিশ্বাস	১৮
২. একটি আদর্শ যা সকল ইসলামিক বিধানের মূলকেন্দ্র	১৮
৩. একটি চূড়ান্ত বার্তা, যার মুজিয়া অবিরত চলছে	১৯
৪. একটি মেসেজ, যা আবেগ নয় বিবেক-বুদ্ধিকে নির্দেশ করছে	১৯
৫. পুরো মানবজাতির উদ্দেশ্যে একটি মেসেজ	২০
৬. দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে একটি চমৎকার ভারসাম্যতা	২১
৭. প্রত্যেক যুগ ও স্থানের জন্য একটি চিরস্থায়ী বার্তা	২১
৮. একটি মেসেজ যা প্রেরণকারীর দ্বারাই সুরক্ষিত	২১
আরব উপদ্বীপ	২৭
নবীগণের পিতা, আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম আলাহিস সালাম	৩০
ইসলামপূর্ব আরবের বিখ্যাত বাজারসমূহ	৪১
হস্তিবাহিনীর ঘটনা ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম	৪৪
মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা	৪৯
আল্লাহর রাসুলের চাচা এবং ফুফুগন	৫১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম	৫৩
ফিজার যুদ্ধ (৫৮০-৫৯০ খৃষ্টাব্দ)	৬০
সর্বশেষ ফিজার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	৬০
আল ফুজুল চুক্তিনামা	৬১
হুমস	৬৩
কুরাইশদের মাঝে হুমস প্রথা	৬৩
কুরাইশদের নতুন মতবাদে অন্যান্য গোত্রের সম্মতি	৬৩
তোফায়েল ইবনে আমর আযাদি আল দাউসী রাযিয়াল্লাহু আনহু (যুন-নূর - আলোকিত ব্যক্তি)	৬৮
হিজরতের পূর্ব ঘটনা এবং আকাবায় প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ গ্রহণ	৭৬
হিজরত	৮০
সালমান ফার্সি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সফর ইসপাহান থেকে মদিনা	৯০
সিরিয়ায় পলায়ন	৯২
মণ্ডল শহরে আগমন	৯২
নাসিবাইন শহরে আগমন	৯৪
বাইজেন্টাইনের আমুরিয়াহ শহরে আগমন	৯৪
ওয়াদি আল-কুরায় সফর	৯৪
সালমান ফার্সি রাযিয়াল্লাহু আনহুর মদিনায় আগমন	৯৬
সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের সংবাদ পান	৯৬
সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সত্যতা যাচাই	৯৬



কিবলা পরিবর্তন বায়তুল মাকদিস থেকে বায়তুল্লাহ	১০০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান	১০২
হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১০৬
উবায়দা ইবনে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১০৬
সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১০৬
গায়ওয়ায়ে আবওয়া	১০৬
গায়ওয়ায়ে বুওয়াত	১১৪
গায়ওয়ায়ে সাফওয়ান	১১৪
গায়ওয়ায়ে যিল উশায়রা	১১৪
আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১১৪
বদর যুদ্ধ	১১৪
উমায়র ইবনে আদি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১১৮
সালিম ইবনে উমায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১১৮
বনু কায়নুকা যুদ্ধাভিযান	১১৮
সাওয়িক যুদ্ধাভিযান	১২৪
গায়ওয়ায়ে বনু সুলাইম	১২৪
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১২৪
গায়ওয়ায়ে যি-আমর	১২৪
বুরহান যুদ্ধাভিযান	১২৪
ইয়াজ্জিদ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা	১২৬
যায়েদ বিন হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৩১
উহুদ যুদ্ধ	১৩১
হামরা আল-আসাদ অভিযান	১৩১
আবু সালামা আল মাখযুমি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৩৭
আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৩৭
বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা	১৩৭
গায়ওয়ায়ে বানু নাযির	১৩৭
অন্তিম বদর যুদ্ধ	১৪২
যাতুর রিকা যুদ্ধাভিযান	১৪২
দাওমাতুল জান্দাল অভিযান	১৪২
মুরাইসি অভিযান	১৪৬
খন্দক যুদ্ধ	১৪৬
বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান	১৪৬
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৪৬
সালাম ইবনে আবু হুকাইকের হত্যা	১৪৮
বনু লাহইয়ান অভিযান	১৪৯
গায়ওয়ায়ে যু কারাদ (আল-গাবাহ)	১৪৯
উক্বাশাহ ইবনে মিহসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৫৪
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৫৪



আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৬০
যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান-	১৬০
জামুম অভিযান	১৬০
ঈস অভিযান	১৬০
তারার অভিযান	১৬০
হিসমা অভিযান	১৬০
ওয়াদিয়াল কুরা অভিযান	১৬৭
আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৬৭
আলি ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৬৭
আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৬৭
কুরয ইবনে জাবের ফিহরি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৬৭
আমর ইবনে উমাইয়া ও সালামাহ ইবনে আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের অভিযান	১৭০
গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়া (বায়আতে রিযওয়ান)	১৭০
গাযওয়ায়ে খাইবার, ফাদাক এবং ওয়াদিয়াল কুরা	১৭০
ইয়ামান শাসক বাযানের প্রতিনিধি সানা হতে মদিনার দিকে	১৭৫
পারস্য রাজা কিসরা খসরু পারভেজের প্রতি চিঠি	১৭৫
মারিয়া কিবতিয়া (রাযি)	১৭৯
প্রেরিত পত্রের ভাষ্য	১৭৯
রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি প্রেরণ	১৮৪
উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৯৩
আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৯৩
বাশির ইবনে সা'দ আল-আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৯৩
গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আল লাইসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধাভিযান	১৯৩
বাশির ইবনে সা'দ আল-আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সারিয়া	১৯৩
উমরাতুল কাযা	১৯৩
ইবনে আবিল আউজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধাভিযান	১৯৪
গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	১৯৪
শুজা ইবনে ওয়াহব আল-আসাদি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২০১
কা'ব ইবনে উমাইর আল-গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২০১
মৃত্যু যুদ্ধ	২০১
আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২০৭
আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২০৭
আবু কাতাদা আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২০৭
আবু কাতাদা আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় অভিযান	২০৭
মক্কা বিজয়	২০৭
মূর্তি উজ্জা ধ্বংসের জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৫
সুওয়া মূর্তি বিনাশের জন্য আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৫
মানাত প্রতিমা নির্মূল করতে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৫
খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৫



ছনাইন যুদ্ধ	২১৫
তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৬
তায়েফ যুদ্ধ	২১৬
উয়াইনা ইবনে হিসন আল-ফযারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৬
কাতাবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২১৬
যাহহাক ইবনে সুফিয়ান আল-কিলাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২২৫
আলকামা ইবনে মুযাজ্জাজ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সারিয়্যা	২২৫
আল-ফুলস মূর্তি ধ্বংসের জন্য আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২২৫
উক্বাশাহ ইবনে মিহসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২২৫
তাবুক যুদ্ধ	২২৫
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২২৯
আলি ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান	২২৯

প্রতিনিধির বছর	২৩০
----------------	-----

বিদায় হজ	২৩৯
-----------	-----

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী	২৩৯
--	-----

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়োগকৃত গভর্নর, প্রশাসক ও যাকাত আদায়কারী	২৪২
---	-----

হাদিস বর্ণনাকারী	২৪৬
------------------	-----

সহিহ হাদিস গ্রন্থ ও লেখক কুতুবুস-সিহহা আস-সিতাহ	২৫২
---	-----

১. সহিহ আল বুখারি।	২৫২
২. সহিহ আল মুসলিম।	২৫২
৩. সুনানে আবু দাউদ।	২৫২
৪. সুনানে আত তিরমিযি।	২৫৩
৫. সুনান আন-নাসাঈ	২৫৩
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ	২৫৬
৭. মুসনাদে আহমাদ।	২৫৬
৮. আদ-দারিমী।	২৫৬
৯. আল-মুয়াত্তা	২৫৭

সিরাহ ও মাগাজি	২৫৭
----------------	-----

পরিশিষ্ট	২৬১
----------	-----

পবিত্র কাবা আল্লাহর ঘর, বায়তুল্লাহ, কিবলাহ	২৬৪
---	-----

মাসজিদুল হারামের আয়তন ও ধারণক্ষমতা	২৬৪
-------------------------------------	-----

গ্রন্থপঞ্জী	২৭২
-------------	-----

সূচনা

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। অসংখ্য দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, এবং তার পরিবার ও সাহাবাদের উপর।

বুধবার সন্ধ্যা, ১৪২২ হিজরির ২৮ শাবান (১৪ নভেম্বর ২০১১ খ্রি.); আমি মদিনাতুল মুনাওআরা-য় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওয়া মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমি অন্তরে এক ঐশ্বরিক প্রশান্তি ও গুণ অনুভব করছিলাম। পরক্ষণে এই আয়াতটি আমার মনের ক্যানভাসে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠে-

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى «وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না করো তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু’জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবু বকরকে) বলেছিল- তুমি বিষণ্ণ হয়েনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়।” (সূরা তাওবাঃ ৪০)

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَبَلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ - وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّمِيمِ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا - وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

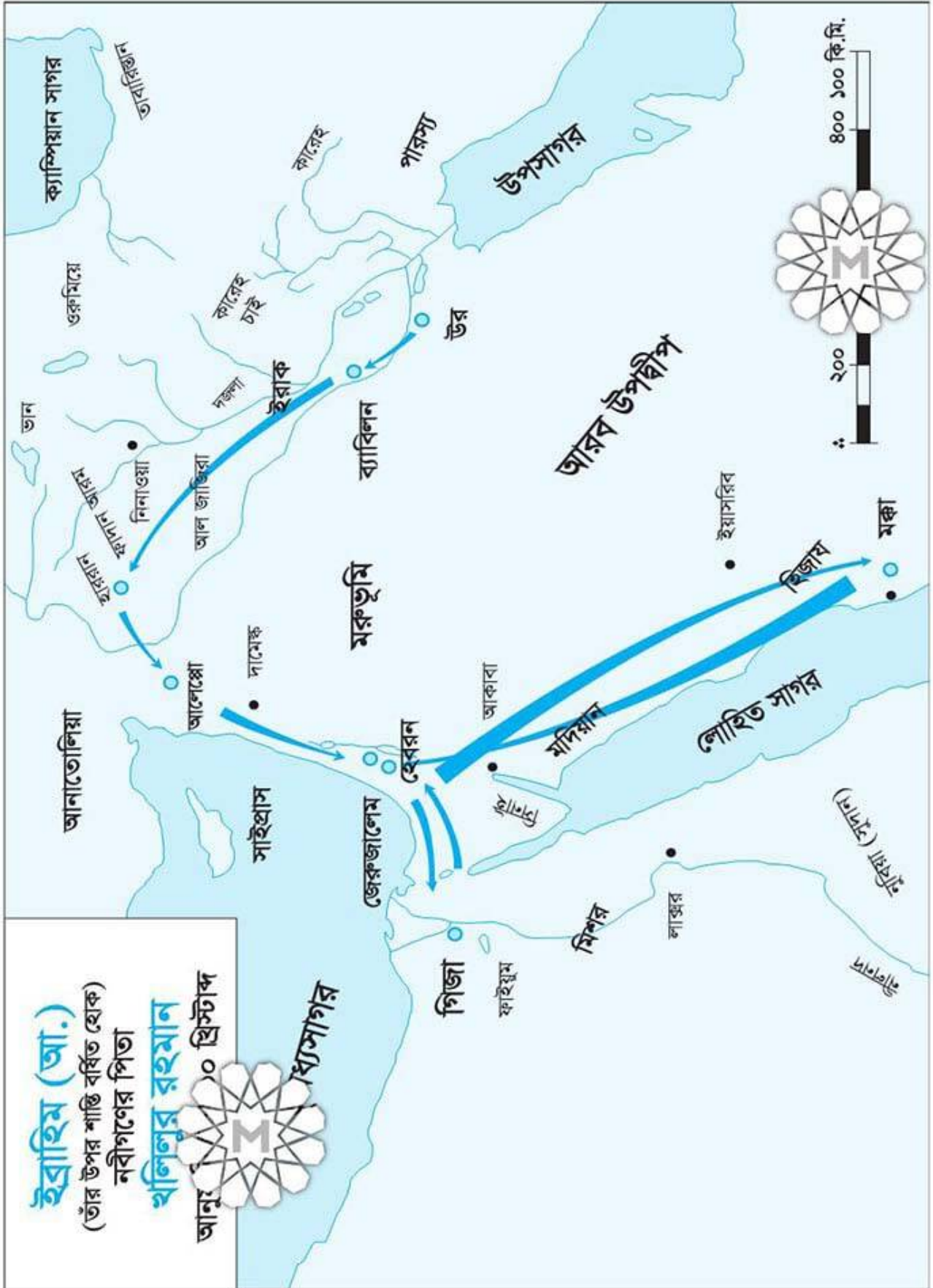
“যখন কাফিররা তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করত, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু’মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্য সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।” (সূরা আল-ফাতহঃ ২৬)

তখন একটি আরবি কবিতার দুটি পঙক্তি আমার মনে পড়ল, যা আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ‘সাকিনাহ’ নাযিল করার অর্থ প্রকাশ করছিল।

“তার হৃদয় মর্মবেদনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল, কিন্তু তা প্রশান্ত হলো যখন আমরা মদিনায় পৌঁছলাম

যার উপর মহান রব সাকিনাহ (প্রশান্তি) নাযিল করেছেন তার সামনে দাঁড়িয়েও কীভাবে মন প্রশান্ত হতো না?”

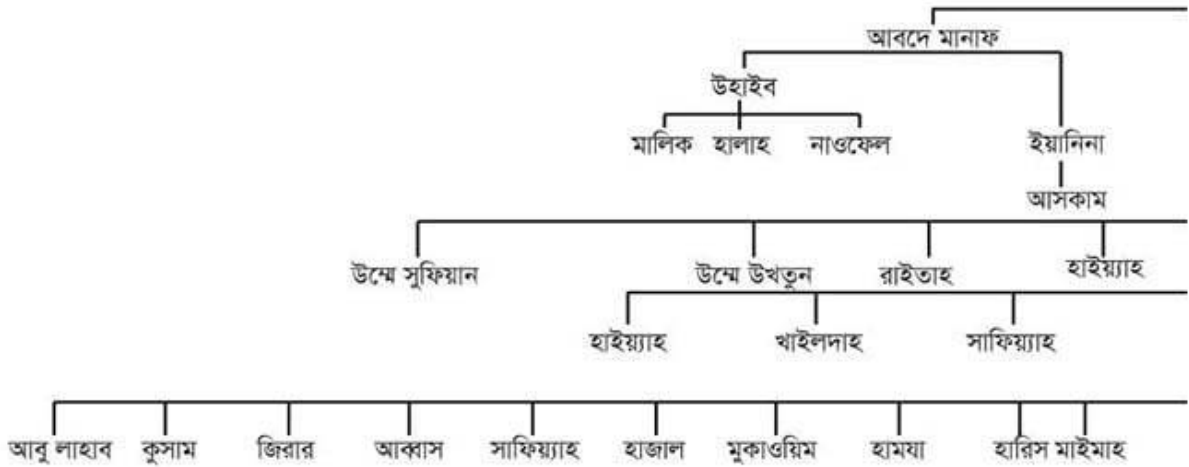
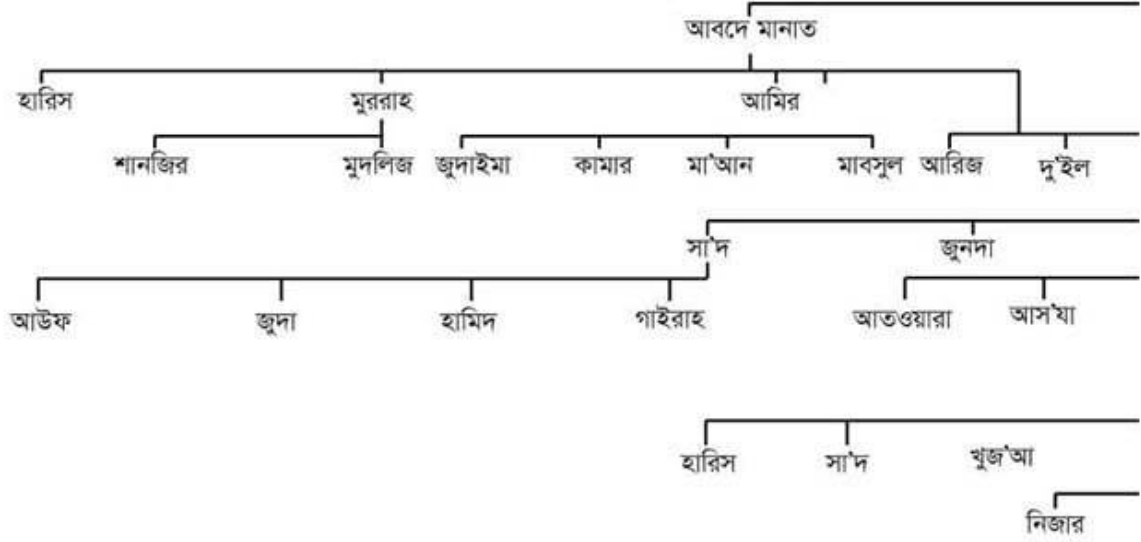
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও আবেগের অশ্রুতে আমার দু-চোখ ভরে উঠল। যখন আমি তার মিসরের সামনে দাঁড়িলাম, বিস্ময়কর প্রশান্তি ও শক্তি আমি অনুভব করছিলাম। এসময় মহান আল্লাহ আমাকে কিছু প্রার্থনা করার শক্তি দান করলেন। আমার স্মরণে আছে, আমি বলেছিলাম, “হে আল্লাহ! আপনার অত্যধিক ভালোবাসার ব্যক্তির জীবন কোনো প্রাচীন ইতিহাস নয়, অতীতের কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু আমরা সিরাহ (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী) লিখছি, রচনা করছি, কেননা তাঁর সিরাহ হলো আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, এবং, এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সিরাতের চর্চা ও আলোচনা জারী থাকবে। অতএব, হে আল্লাহ! আমাকেও সিরাহ’র একজন খাদেম বানিয়ে দিন। যাতে যার পিছনে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি- অর্থাৎ সিরাহ অধ্যয়ন, রচনা ও গবেষণা- মুসলিমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।”







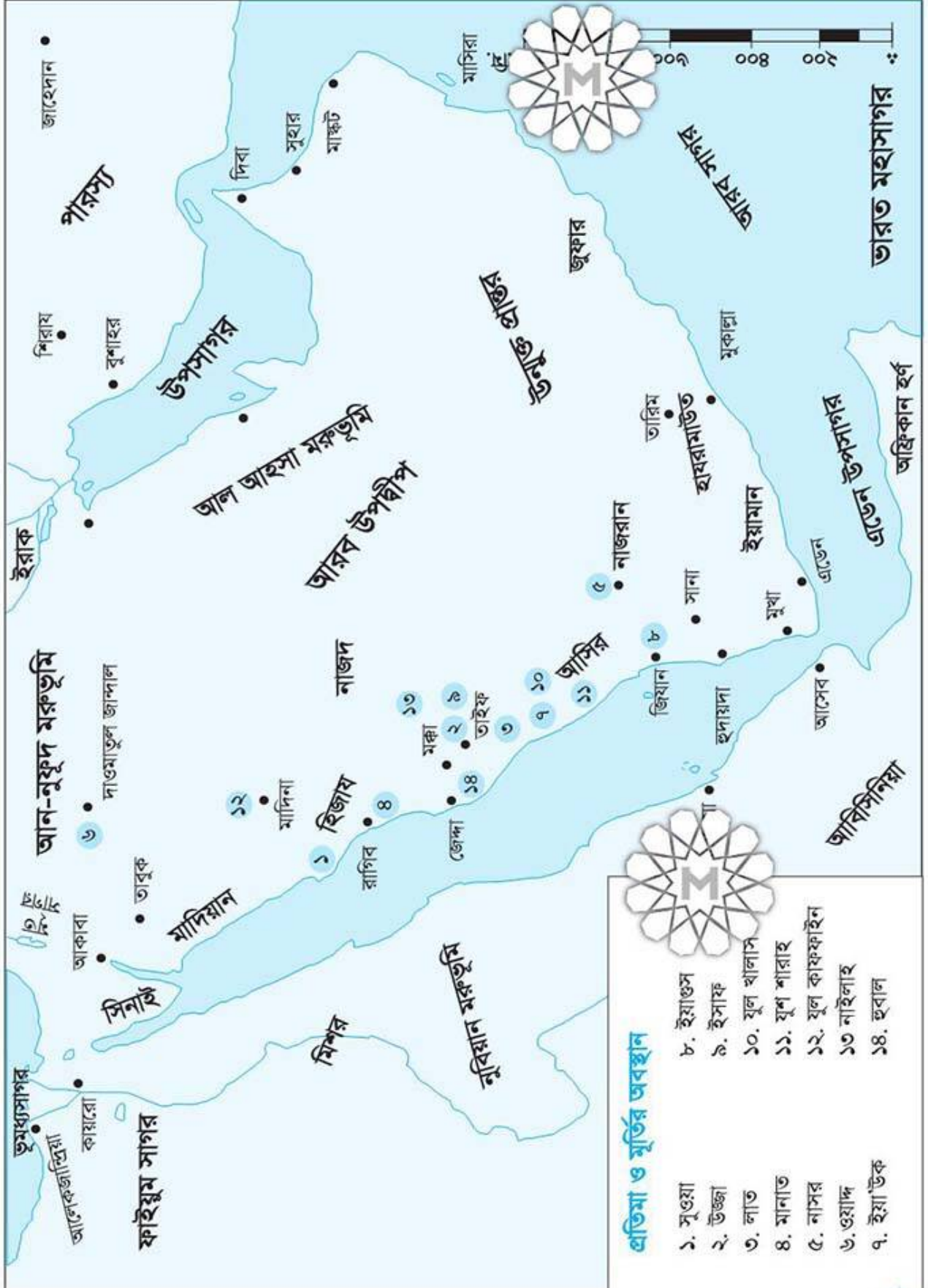
কিনানাহ বিন খুজাইমাহ বিন মুদরিকাহ



কিনানাহ ও কুরাইশের বংশ তালিকা









হেরা পর্বত

'পড়, পড় তোমার প্রভুর নামে..'
এখানে সর্বপ্রথম কুর'আন নাজিল হয়।



হেরা গুহা

ইয়ামান শাসক বাযানের প্রতিনিধি সানা হতে মদিনার দিকে

যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজা, বাদশা ও শাসকদের দাওয়াতি পত্র লিখতে চাইলেন তখন তাঁকে জানানো হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার পত্র যদি মোহরাঙ্কিত না হয় তবে তারা তা পাঠ করবে না।’ এটা বুঝাচ্ছিল যে মহরখচিত না হলো অন্য ব্যক্তিরও চিঠিপত্র পাঠ করবে না। তাছাড়া সিল না থাকলে তাতে জালিয়াতির সুযোগ থাকে ফলে জালিয়াতি রোধের জন্যও সীলকরণ জরুরি ছিল। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি বানালেন তাতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তিন লাইনে লেখা হলো ‘মুহাম্মাদ রাসুল আল্লাহ’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।^{২৮}

আংটির লেখাগুলো বিপরীত বিন্যাসে লেখা হয়েছিল, যাতে তা যখন সীল হিসেবে লাগানো হয় তখন তা সাধারণ বিন্যাসে দেখা যায়। আংটিটি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরতেন, এরপর তা যথাক্রমে আবু বকর, উমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট আসে। এরপর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের বছরে তা আরিশ^{২৯} নামক কূপে পরে যায়। প্রায় তিন দিন আংটি খোঁজা হয় কিন্তু তা পাওয়া যায় না।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে আংটিটি পরতেন। অধিকাংশ সাহাবীগণ থেকে এই বর্ণনা বর্ণীত হয়েছে। কিন্তু এটাও বলা হয় যে তিনি ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে আংটি পরিধান করতেন। ইবনে আব্বাস ও আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমসহ বেশ কিছু সাহাবী এই মত ব্যক্ত করেন।

পারস্য রাজা কিসরা খসরু পারভেজের প্রতি চিঠি

এই পত্রটি আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে কিসরার রাজ দরবারে নিয়ে যান। পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের প্রতি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত পত্র-

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এ পত্র মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহর পক্ষ হতে পারস্যের সম্রাট কিসরার প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর বিশ্বাস রাখে, এবং সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ হলেন তাঁর বান্দা এবং রাসুল। আমি আপনাকে মহান রবের আহবানের দ্বারাই আহবান জানাচ্ছি। নিশ্চয় আমি পুরো মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যাতে যারা জীবিত আছে তাদের সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগবাণী প্রমাণিত হয়।^{৩০} ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপদে থাকবেন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে এই মাজুসিদের (অগ্নী উপাসকদের) সকল পাপ আপনার ওপর বর্তাবে।”^{৩১}

আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- যখন আমি তার রাজদরবারে পৌঁছলাম, আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। যখন আমি তার নিকট পৌঁছলাম, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র
২৮ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরিতে বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের নিকট পত্র পাঠান। এটা ছিল হুদাইবিয়ার পরের এবং খাইবারের আগের ঘটনা।

২৯ আরিশ হলো মদিনায় মসজিদে কুবার নিকট অবস্থিত একটি বিখ্যাত কূপ।

৩০ পবিত্র কুর’আনের আয়াত। সূরা ইয়াসিনঃ ৭০।

৩১ উম্মুন আল-আছার, ২/২৬২; তাবাকাত আল-ক্বরা, ১/২৫৯; আল-কামিল ফিত-তারিক, ২-১৪৫; ইবনে খালদুন, ২/৩৭; আস-সিরাহ আন-নাবিয়াহা- ইবনে কাসির, ৩/৫০৭-৫০৯; আত-তবারি, ২/৬৫৪।

রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি প্রেরণ

(৭ম হিজরির; ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

ষষ্ঠ হিজরির হুদাইবিয়া সন্ধির পরের ঘটনা। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে ফিলিস্তিনের গাজা শহরে অবস্থান করেছিলেন। একই সময়ে রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস হিমস শহর হয়ে জেরুজালেমের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পারস্যের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি পদব্রত হয়ে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করেন। এক সকালে তিনি ঘুম হতে জাগলেন, তাকে তখন চিন্তিত মনে হচ্ছিল। উদ্ভিগ্ন হয়ে তিনি আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। তার বিশপরা (অর্থডক্স খ্রিস্টান ধর্মগুরু) তাকে বলল, ‘হে মহামান্য! আপনাকে আজ বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। তারা বলল, ‘কেন আপনি উদ্ভিগ্ন?’ তিনি বললেন, ‘রাত্রে আমাকে দেখানো হয়েছে যে একজন আমার উপর প্রবল হয়েছে।’

এরপর হেরাক্লিয়াস এক গার্ডকে ডাকলেন, তাকে বললেন ‘পুরো শামে রক্ত রক্ত করে খোঁজ করো, ঐ ব্যক্তির (অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) গোত্রের যে কাউকে দেখতে পাবে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, যাতে আমি তাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি।’

আবু সুফিয়ান বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি এবং আমার সাথীরা তখন গায়ায় অবস্থান করছিলাম এমন সময় এক পুলিশ আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কোথা থেকে এসেছ?’ আমি তাকে জবাব দিলাম এরপর তারা আমাদেরকে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট নিয়ে গেল। আমরা তার নিকট পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে তাঁর বেশি নিকটতর?’ আমি বললাম ‘আমি।’ তিনি আদেশ দিলেন, ‘তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।’ এরপর তিনি আমাকে একদম সম্মুখে বসালেন, আর আমার সাথীদেরকে বসালেন আমার পিছনে। তাদের বললেন, ‘যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা তা ধরে দিবে।’ আবু সুফিয়ান বলেন, ‘আমি জানতাম যদি আমি মিথ্যা বলি তবুও আমার সাথীরা আমার ভুল ধরিয়ে দিবে না। কিন্তু আমি ছিলাম উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মিথ্যা বলা আমার জন্য ছিল লজ্জাস্কর। আমি এও জানতাম এখানে যাই ঘটুক না কেন, সম্রাটের সাথে আমার কথোপকথনের খবর মক্কায় পৌঁছবে এবং তারা আমাকে নিয়ে কথা বলবে। তাই আমি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকি।’

আবু সুফিয়ানের সাথে সম্রাট হেরাক্লিয়াস কথাবার্তার পর, হেরাক্লিয়াস তাকে বলেন, ‘তুমি বললে তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে নবীকে জাতির উচ্চবংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ এমন দাবী করেছেন কি না। তুমি বললে ‘না’। কেননা যদি তাই হত তাহলে বুঝতাম তিনি পূর্বসূরীর কথা অনুসরণ করেছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি জবাবে বলেছ, ‘না’। কেননা যদি কেউ বাদশাহ হতো তাহলে বলতাম তিনি পূর্ববর্তীদের পদ ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে পূর্বে কখনো তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন কি না। তুমি বললে ‘না’। এতে আমি বুঝলাম এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সাধারণ লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সম্ভ্রান্ত লোকেরা। তুমি জানালে, ‘সাধারণ লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করে।’ বাস্তবে এ প্রকার লোকেরাই হন আল্লাহর নবী-রাসুলের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে। তুমি বলেছ, ‘বাড়ছে’। বাস্তবে এরকমই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করে কেউ কি অসম্মত হয়ে আবার পরিত্যাগ করে। তুমি বলেছ, ‘না’। ঈমানের আলো অন্তরে প্রবেশ করলে এমনই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কিনা। তুমি বলেছ, ‘না’। কেননা আল্লাহর নবী ও রাসুলগণ চুক্তি ভঙ্গ করেন